4 দ্রব্য = ঈশ্বর = জগৎ—এই সমীকরণ ব্যাখ্যা করো।

উত্তর

দ্রব্য = ঈশ্বর = জগৎ

স্পিনোজা তাঁর *Ethics* গ্রন্থে দ্রব্যের সংজ্ঞা এইভাবে দিয়েছেন—"যা নিজে নিজেই অস্তিত্বশীল এবং যাকে নিজের সাহায্যে বোঝা যায়, অর্থাৎ কিনা অপর কোনো ধারণার সাহায্য ছাড়া যার সম্পর্কে ধারণা গঠন করা যায়, তাই হল দ্রব্য।" এককথায় স্পিনোজার মতে, যা স্বনির্ভর ও স্ববেদ্য তাই হল দ্রব্য।

দ্রব্যের বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতি

দ্রব্য যদি স্বনির্ভর ও স্ববেদ্য সত্তা হয় তবে তার থেকে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয়।

[1] **দ্রব্য হল স্বয়ম্ভূ:** দ্রব্য যদি স্বয়ম্ভূ না হয় তবে অন্য কিছুর দ্বারা উৎপন্ন হবে। ফলে তা স্বনির্ভর হবে না। কিন্তু দ্রব্য স্বনির্ভর।

[2] **দ্রব্য হল অনন্ত:** দ্রব্য অনন্ত না হয়ে যদি সান্ত হয় তবে দ্রব্য অন্য দ্রব্যের দ্বারা সীমিত হবে। ফলে তাদের উপর নির্ভরশীল হবে। ফলে দ্রব্য স্বনির্ভর হবে না। কিন্তু দ্রব্য স্বনির্ভর।

[3] **দ্রব্য হল এক:** দ্রব্য এক না হয়ে যদি বহু হয় তবে অন্য দ্রব্যের দ্বারা সীমিত হবে। ফলে দ্রব্য অনন্ত হবে না। কিন্তু দ্রব্য অনন্ত।

[4] **দ্রব্য হল শাশ্বত:** দ্রব্য শাশ্বত না হয়ে যদি অনিত্য হয় তবে পূর্ববর্তী কারণের দ্বারা উৎপন্ন হবে। ফলে দ্রব্য স্বনির্ভর হবে না। কিন্তু দ্রব্য স্বনির্ভর।

[5] **দ্রব্য হল অপরিণামী:** দ্রব্য পরিণামী হলে দ্রব্য শাশ্বত হবে না। কিন্তু দ্রব্য শাশ্বত।

[6] **দ্রব্য হল স্বাধীন:** দ্রব্য যদি স্বাধীন না হয় তবে অন্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। ফলে দ্রব্য স্বনির্ভর হবে না। কিন্তু দ্রব্য স্বনির্ভর।

[7] **দ্রব্য হল নির্বিশেষ:** বুদ্ধি, ইচ্ছা প্রভৃতি বিশেষণ দ্রব্যে আরোপ করা যায় না। যদি আরোপ করা হয় তবে দ্রব্য সীমিত হয়ে পড়বে। অসীম দ্রব্যকে কেবল নঞর্থকরূপে বর্ণনা করা যায়।

[8] **দ্রব্য সবকিছুর আশ্রয়:** জগতের সকল সান্ত বস্তুর আশ্রয় হল দ্রব্য। সবকিছুই দ্রব্যনির্ভর। দ্রব্যই একমাত্র স্বনির্ভর।

[9] **দ্রব্য হল ঈশ্বর:** দ্রব্য হল স্বনির্ভর, স্বয়ম্ভূ, এক, অনন্ত, শাশ্বত, নিত্য, অপরিণামী, স্বাধীন। এইরূপ বৈশিষ্ট্যযুক্ত দ্রব্য একমাত্র ঈশ্বরই হতে পারেন। এইভাবে স্পিনোজা প্রমাণ করলেন—দ্রব্য = ঈশ্বর।

[10] **দ্রব্য হল জগৎ:** দ্রব্য হল ঈশ্বর। এই ঈশ্বর জগতের কারণ। কুম্ভকার যে অর্থে ঘটের কারণ, ঈশ্বর সেই অর্থে জগতের কারণ নন। অর্থাৎ ঈশ্বর জগতের অতিবর্তী কারণ নন। দুগ্ধ যে অর্থে তার শ্বেত বর্ণের কারণ, ঈশ্বর সেই অর্থে জগতের কারণ, অর্থাৎ অন্তর্বর্তী কারণ। তিনি জগতের অন্তস্থিত কারণস্বরূপ। জগতের সকল বস্তুর সমষ্টি হল ঈশ্বর। সুতরাং, ঈশ্বর = জগৎ।

Scanned with CamScanner

সুতরাং, স্পিনোজা দ্রব্য, ঈশ্বর ও জগতের অভিন্নতা প্রমাণ করলেন এইভাবে—

দ্রব্য = ঈশ্বর

ঈশ্বর = জগৎ

∴ দ্রব্য = ঈশ্বর = জগৎ

স্পিনোজার এই সমীকরণ সর্বেশ্বরবাদ নামে পরিচিত।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন 5 দ্রব্য সম্পর্কে লাইবনিজের মতবাদটি আলোচনা করো।

দ্রব্য সম্পর্কে লাইবনিজের মতবাদ

দেকার্তের দ্বৈতবাদের অসংগতি ও স্পিনোজার নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদের অসংগতি দূরীকরণের জন্য, সমগ্র বিশ্বের নিরবচ্ছিন্নতা ও ঐক্যের সঙ্গে অংশগুলির স্বাধীনতা ও বৈচিত্র্য ব্যাখ্যার জন্য, জগৎ সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের সঙ্গে জগতের সম্পর্ক ব্যাখ্যার জন্য, অধিবিদ্যা ও জ্ঞানবিদ্যার সমস্যা সমাধানের জন্য লাইবনিজ তাঁর *Monadology* গ্রন্থে দ্রব্যতত্ত্ব বা জগৎতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। লাইবনিজ দ্রব্যের সংজ্ঞা এইভাবে দিয়েছেন—"যা আত্মসক্রিয়, যা নিরংশ, যা বিস্তৃতিহীন, যা মৌলিক তাকে বলা হয় দ্রব্য বা মনাড।

মনাডের স্বরূপ বা বৈশিষ্ট্য

মনাডের স্বরূপ বা বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

[1] **জগতের মূলতত্ত্ব হল দ্রব্য বা মনাড:** জগৎ ও জগতের সবকিছু যে মৌলিক উপাদান দিয়ে তৈরি তা হল দ্রব্য। এমনকি জগৎ সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরও দ্রব্য। এই দ্রব্য মনসদৃশ চেতন ও আত্মসক্রিয়। তাই তিনি দ্রব্যের নাম দিয়েছেন মনাড।

[2] **মনাড নিরংশ, অবিভাজ্য ও বিস্তৃতিহীন:** মনাড যেহেতু মৌলিক তাই তা নিরংশ হতে বাধ্য। যা অংশহীন তা অবিভাজ্য হতে বাধ্য এবং যা অবিভাজ্য তা বিস্তৃতিহীন হতে বাধ্য।

[3] **মনাড হল আত্মসক্রিয়:** মন যেমন আত্মসক্রিয় তেমনি সকল মনাড আত্মসক্রিয়, তাই নিষ্ক্রিয় দ্রব্য নেই।

[4] **মনাড আধ্যাত্মিক সত্তা:** মনাড জড়দ্রব্য নয়। মনাড যদি জড় হত তবে তার বিস্তৃতি থাকত, ফলে তা বিভাজ্য হত। কিন্তু মনাড অবিভাজ্য ও মৌলিক। তাই তার বিস্তৃতি থাকতে পারে না। সুতরাং, বিস্তৃতিহীন মনাড একমাত্র আধ্যাত্মিক সত্তা বা চেতন সত্তা হতে পারে ফলে মনাড জড় নয়।

[5] **মনাড গবাক্ষহীন:** প্রতিটি মনাড স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। বাইরে থেকে কোনো সংবেদন মনাডের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। কারণ মনাড গবাক্ষহীন।

[6] **মনাড অবিনশ্বর কিন্তু শাশ্বত নয়:** মনাড অবিনশ্বর, কেন-না মনাড মৌলিক ও নিরংশ। কোনো যৌগিক পদার্থ নয়। আবার মনাড যেহেতু ঈশ্বর সৃষ্টি করেন এবং ধ্বংস করেন তাই মনাড শাশ্বত নয়।

[7] **মনাড তাত্ত্বিক বিন্দু:** মনাড গাণিতিক বিন্দু নয়। কেন-না গাণিতিক বিন্দুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা নেই, তাই তা অবাস্তব ও কাল্পনিক। কিন্তু মনাড বাস্তব। আবার মনাড জড়বিন্দু নয়। কেন-না জড়বিন্দু বাস্তব হলেও তা বিভাজ্য কিন্তু মনাড অবিভাজ্য।

[8] **মনাড অদৈশিক:** মনাড যেহেতু তাত্ত্বিক বিন্দু, আধ্যাত্মিক, বিস্তৃতিহীন সেহেতু তা কোনো দেশে থাকে না। দেশ অবভাসিক ও কাল্পনিক।

Scanned with CamScanner

[9] **মনাড ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন:** মনাড যেহেতু আত্মসক্রিয় সেহেতু তা অন্যকে দূরে রাখে। যা অন্যকে দূরে রাখে তা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন। তাই মনাড ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন।

[10] **মনাড সংখ্যায় বহু:** লাইবনিজ মনাডকে সৃষ্ট মনাড ও অসৃষ্ট মনাড—এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন। অসৃষ্ট মনাড ঈশ্বর; ঈশ্বর এক কিন্তু সক্রিয়; ঈশ্বর বহু মনাড সৃষ্টি করে জগৎ সৃষ্টি করেছেন।

[11] **সমগ্র বিশ্ব ও সকল জ্ঞান মনাডের মধ্যে নিহিত:** ঈশ্বর মানব মনাড সৃষ্টির সময়ে সমগ্র বিশ্বের ধারণা, সকল জ্ঞান সূক্ষ্মভাবে মনাডের মধ্যে প্রতিস্থাপন করেছেন। মানব মনাডগুলি তার আত্মসক্রিয়তার দ্বারা তার ধারণাগুলিকে নিজের মধ্যে প্রতিবিম্বিত করে প্রত্যক্ষ করে জ্ঞান তৈরি করে। তাই আত্মা সকল জ্ঞানের আধার।

[12] **প্রত্যেক মনাডের প্রতিবিম্বন ও প্রত্যক্ষণ একরূপ নয়:** মনাডগুলির সক্রিয়তার মাত্রার তারতম্য আছে। একমাত্র ঈশ্বর বিশুদ্ধ সক্রিয়। যে মনাড যত বেশি সক্রিয় সেই মনাডের প্রতিবিম্বন ও প্রত্যক্ষের ক্ষমতা তত বেশি স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল।

মূল্যায়ন: মনাডের এই সকল বৈশিষ্ট্য লাইবনিজের দর্শনতত্ত্বকে স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষ মর্যাদা দান করেছে।

Scanned with CamScanner